দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAY 14 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

498

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল আইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও চলছে প্রাচীন প্রক্টরিয়াল আইনে। এখন থেকে ঠিক আটাত্তর বছর আগে প্রণীত এই প্রক্টরিয়াল আইনে যেসব নিয়ম এবং বিধি রয়েছে বর্তমানের বাস্তবতায় তার অনেকগুলোই শুধু পুরনো হয়ে গেছে তাই নয়, অকার্যকরও হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম যারা ভাঙছে প্রাচীন প্রক্টরিয়াল আইনের পুরনো বিধি অনুযায়ী সেসব অপরাধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া যাচ্ছে না। ব্যর্থ হয়ে গেছে ৭৮ বছরের পুরনো প্রক্টরিয়াল আইন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল সিস্টেমে ছাত্রদের জন্য ৩৪টি ধারা এবং ১৬টি উপধারা রয়েছে। ছাত্রীদের জন্যে ১১টি ধারা এবং ৪টি উপধারা রয়েছে। কেমন সেসব ধারা ও উপধারা? তার দুই একটা দৃষ্টান্তও দেয়া যাক। ধারা (৫) ঃ বিধি ৪-এ বলা হয়েছে স্বীকৃতগুলো ছাড়া কোন ক্লাব অথবা ছাত্র সংগঠন বা সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠন করা যাবে না। কেউ কি এ নিয়ম মানছে? এই ধারায় আরো বলা হয়েছে প্রক্টরের অনুমতি ছাড়া ক্লাস চলার সময় ক্যাম্পাসে কোন পার্টি, বিনোদন অনুষ্ঠান হতে পারবে না, কোন ছাত্র কোন বাদ্যযন্ত্র বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করতে পারবে না। ধারা (৭) বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের কোন স্বীকৃত ইউনিয়ন আয়োজিত সভা ছাড়া অন্য সকল ধরনের সভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে। কেউ কি এ আইন মানছে? এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১২টি ছাত্র সংগঠন রয়েছে এবং প্রক্টরিয়াল আইনের তোয়াক্কা না করে এসব ছাত্র সংগঠন প্রত্যেক দিনই সভা-সমাবেশ-মিছিলের আয়োজন করছে। প্রক্টরিয়াল আইনের ৬নং ধারায় ধর্মঘট আহ্বান করা এবং ধর্মঘটে যোগ দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ আইনটিকে প্রায় প্রতিদিনই বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলো। এছাড়াও হলে ফেরা, হলে থাকা সম্পর্কেও অনেকগুলো নিয়ম-বিধি রয়েছে যেগুলো ছাত্ররা মানে না এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদেরকে মানতে বাধ্য করতে পারছে না। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন ও অত্যাধুনিক মাত্রার সশস্ত্র সন্ত্রাস, হত্যা ও চাঁদাবাজি। সেগুলোর বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে তা প্রক্টরিয়াল আইনে উল্লেখ নেই। তবে সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন ভাঙার বিরুদ্ধে শাস্তির কথা উল্লেখ থাকলেও সেগুলো কার্যকর করার সাহস ও ক্ষমতা কোনটাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই।

প্রক্টরিয়াল আইন পরিবর্তনের বাস্তব অবস্থা বহু আগে তৈরি হলেও এতদিন কর্তৃপক্ষ সুখের ঘুম ঘুমিয়েছেন। সম্প্রতি ছাত্র বিক্ষোভ, কয়েকটি হলের ছাত্রীদের তুমুল আন্দোলন এবং একজন শিক্ষকের নারীবিষয়ক কেলেংকারির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘুম ভেঙেছে। গত জানুয়ারি মাসে তারা ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করেছে– যে কমিটি প্রক্টরিয়াল আইনের সংশোধনী বিষয়ে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব তুলে ধরবে।

চার মাস পার হয়ে পাঁচ মাস চলছে, কিন্তু কমিটির কাজে কোন অগ্রগতি হয়নি। কমিটির এক সদস্যের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছে এখনও পর্যন্ত কমিটি সেসব ধারা উপধারা চিহ্নিত করতে পারেনি– যেগুলো পরিবর্তন করতে হবে। এই গতিতে যদি কাজ চলে তবে আগামী শতাব্দীতেও চিহ্নিত করা যাবে কিনা সন্দেহ। হয়ত এমন অবস্থা তৈরি হবে– যখন প্রক্টরিয়াল আইনের আর কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ ততদিন হয়ত কমিটির সদস্যরা কেউ থাকবেন না, ছাত্ররাও থাকবে না এবং সর্বোপরি হয়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই থাকবে না। আমরা এ কমিটির কাছে আবেদন করছি যেন তারা অন্তত এই কাজটি যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করতে পারেন সে ব্যাপারে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন।